মুরতাদ-হত্যার পক্ষে-বিপক্ষে

হাসান মাহমুদ
ডিরেক্টর, শারিয়া ও ইসলামি ল’
মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস
ক্যানাডা।

‘‘এ সাতজন মওলানার যে কেউ যদি কোন ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান হন তবে তিনি অন্যান্য মওলানাদের সবাইকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে কল্লা কেটে ফেলবেন’’ - এ রকম রিপোর্ট দিয়েছিলেন পাকিস্তানের মুনির কমিশন, ১৯৫৬ সালে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে ওই মওলানারা প্রচন্ড তর্ক-বিতর্ক করেও ইসলাম কাকে বলে এই মূল প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে মওলানা মৌদুদিও ছিলেন। সম্প্রতি প্রচন্ড আন্তর্জাতিক চাপে আফগানিস্তানের মুরতাদ আবদুর রহমানকে ছেড়ে দেয়া হল। এর আগে শারিয়ায় শাস্তি প্রাপ্ত নাইজিরিয়ার আমিনা লাওয়াল ও সাফিয়া, পাকিস্তানের ডঃ ইউনুস ও জাফরান বিবিকেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এরকম ভাবে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বার বার ‘‘আল্লার আইন’’ পরাজিত হচ্ছে। আমরা এ নিবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করব মুরতাদ-হত্যার পক্ষে-বিপক্ষে কি কি যুক্তি আছে।

মূল শব্দটা হল ‘‘রাদ’’। এর সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলো ইরতাদা, রিদ্দা এবং মুরতাদ সবই হল স্বকর্ম। নিজে থেকে না বললে বা না করলে বাইরে থেকে কেউ কাউকে স্বকর্ম করাতে পারে না। যেমন, আত্মহত্যা। আত্মহত্যা যে করে সে-ই করতে পারে, অন্যের করলে সেটকে খুন বলে। মুরতাদও নিজে ঘোষণা করতে হয়, অন্যে করিয়ে দিতে পারে না। মুরতাদের ওপরে কোরাণে গোটা বিশেক আয়াত আছে, কিন্তু কোথাও কোথাও কোন পার্থিব দন্ড নেই বরং এর ভেতরে মানুষের নাক গলানো নিষেধ করা আছে। কিছু উদাহরণঃ- নাহ্‌ল ১০৬, মুনাফিকুন ৩, তাওবাহ ৬৬ ও ৭৪, নিসা ৯৪ -‘‘যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বোলনা যে, তুমি মুসলমান নও’’। সবশেষে নিসা ১৩৭:- ‘‘যাহারা একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গিয়াছে, আবার মুসলমান হইয়াছে এবং আবারও কাফের হইয়াছে এবং কুফরিতেই উন্নতিলাভ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদেরকে না কখনও ক্ষমা করিবেন, না পথ দেখাইবেন’’।

অর্থাৎ কোরাণ মুরতাদকে ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছে। এ সুযোগ তাকে দিতে হবে, তাকে খুন করলে ‘‘আবার মুসলমান’’ হবার সুযোগ সে পাবেনা। নবিজীর ওহি-লেখক আবদুল্লা বিন সা’আদ-ও মুরতাদ হয়ে মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিল। এ হেন মহা-মুরতাদকেও নবিজী মৃত্যুদন্ড দেন নি (ইবনে হিশাম-ইশাক -পৃঃ-৫৫০) বরং হজরত ওসমান পরে তাকে মিসরের গভর্নর করেছিলেন। কোরাণের আরও বহু আয়াত মুরতাদ-হত্যার বিপক্ষে যায়। যেমনঃ-

ইউনুস ৯৯:-‘‘তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে ইমান আনিবার জন্য’’?
কাহ্‌ফ ২৯ঃ - ‘‘অতএব যার ইচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক’’।
নিসা ৮০ঃ ‘‘আর যে লোক বিমুখ হইল, আমি আপনাকে (হে মুহম্মদ!) তাহাদের জন্য

রক্ষনাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করি নাই।

গাসিয়াহ ২১, ২২ঃ- ‘‘আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক নন’’।

নিসা ৯৪ ঃ- ‘‘যে তোমাদেরকে সালাম করে তাহাকে বলিও না যে তুমি মুসলমান নও "।

বাকারা ২৫৬ ঃ- ‘‘ধর্মে জোর-জবরদস্তি নাই’’।

কাফেরুন ৬ ঃ- ‘‘তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার’’।

আশ শূরা ১৫ঃ- ‘‘আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম’’ - ইত্যাদি।

তবে মুরতাদ-হত্যার বিরুদ্ধে কোরাণের সবচেয়ে স্পষ্ট নির্দেশ আছে সুরা ইমরানের ৮৬ নম্বর আয়াতে। হারিথ নামে এক মুসলমান মুরতাদ হলে তার ওপরে নাজিল হয়েছিল এ আয়াতঃ- ‘‘কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দেবেন যারা ঈমান আনার পর ও রসুলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেবার পর ও তাদের কাছে প্রমাণ আসার পর কাফের হয়েছে’’? তাকে মৃত্যুদন্ড কেন, কোন শাস্তিই দেয়া হয়নি - (ইবনে হিশাম-ইশাক - পৃঃ-৩৮৪)।

শারিয়ার অন্য একটা ভয়ানক আইন হল, মুরতাদকে যে কেউ রাস্তাঘাটে খুন করতে পারে, তাতে খুনীর মৃত্যুদন্ড হবে না (বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড ধারা ৭২)। অর্থাৎ কোন ধর্মান্ধ মোল্লা-মুফতি কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করলে তাকে খুন করতে ধর্মান্ধ মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। পাকিস্তানে এমন ঘটনা ঘটেছে এবং খুনীর শাস্তি হয়নি। নারী-মুরতাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়, এ ছাড়া মুরতাদের বিয়ে, সাক্ষ্য ও উত্তরাধিকারও বাতিল হয়ে যায়। পুরুষ-মুরতাদকে হত্যার সমর্থনে নামকরা বই হল মৌদুদীর ‘‘দি পানিশমেন্ট অফ দি অ্যাপোস্টেট অ্যাকর্ডিং টু ইসলামিক ল’’।

এ বইতে প্রথমেই মৌদুদী স্বীকার করেছেন, ‘‘কোরাণ ও সুন্নাহ এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যাখ্যা দেয় না’’। কিন্তু তার পরেই তিনি মুরতাদ-হত্যাকে সমর্থন করার জন্য বহু দিক থেকে বহু সুত্র দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। সুরা তওবা-র আয়াত ১১ ও ১২-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দাবী করেছেন যে ওখানে মুরতাদ হত্যার বিধান আছে। আয়াত দু’টো হলঃ- ‘‘ অবশ্য তাহারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবে তাহারা তোমাদের দ্বীনি ভাই........আর যদি প্রতিশ্রুতির পর তাহারা তাহাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে তবে কুফর-প্রধানদের সহিত যুদ্ধ কর। কারণ ইহাদের কোন শপথ নাই যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে........এখানে ‘‘শপথ ভঙ্গ’’ কোনমতেই রাজনৈতিক চুক্তি হইতে পারে না। বরং ইহার পটভুমি নির্দেশ করে যে, ইহার অর্থ ‘‘ইসলাম গ্রহন ও পরে ইসলাম ত্যাগ করা’’।

মৌদুদীর এই ব্যক্তিগত মতামত সরাসরি কোরাণের বিপক্ষে যায়। সুরা তওবা’র উল্লেখিত চুক্তি ও চুক্তিভঙ্গে মুরতাদের কোন কথাই নেই। এর পটভুমি হল মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে যুদ্ধবিরতি, যুদ্ধ-চুক্তিভঙ্গ ও যুদ্ধ-চুক্তি বাতিল। এ পটভুমি ধরা আছে ইসলামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দুই সুত্র ইবনে হিশাম/ইশাক আর তারিখ আল্ তাবারিতে। তবে উদ্ধৃতি দিচ্ছি মওলানা মুহিউদ্দিনের অনুবাদ করা বাংলা কোরাণ থেকে যাতে সবার পক্ষে মিলিয়ে নিতে সুবিধে হয়। পৃষ্ঠা ৫৫৩ ও ৫৫৬ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতিঃ- ‘‘সুরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম-আহকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন আরবের সকল গোত্রের সাথে কৃত

সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, হোনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি....ষষ্ঠ হিজরী সালে...তাদের সাথে হোদায়বিয়ায় সন্ধি হয়......এরপর পাঁচ-ছয়মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনু বকর গোত্র বনু খোজা'র উপর অতর্কিত হামলা চালায়......অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি..........এখানে (১১ নং আয়াতে) বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলমান হয় তখন আল্লাহ (যেমন) তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন ..... আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর''।

দুনিয়াবি শাস্তিদানের ব্যাপারে কোরাণের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আল্লাহ কখনও সরাসরি বলেছেন বিপক্ষকে আঘাত করতে বা হত্যা করতে (সুরা মুহম্মদ ৪ ইত্যাদি)। আবার কখনও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বিপক্ষকে আল্লাহ মুসলিমদের হাতে শাস্তি দেবেন (সুরা তওবা আয়াত ১৪ ইত্যাদি)। মুরতাদকে এ দুনিয়ায় হত্যা করার বিধান থাকলে ঠিক এরকম সুস্পষ্ট শব্দে সে নির্দেশ কোরাণে অবশ্যই থাকত, মৌদুদির ভাবের গরুকে জবরদস্তি গাছে ওঠাতে হতনা। কোরাণে এ-ও আছে - ''মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে যারা আল্লাহ'র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে কৃতকর্মের প্রতিফল দেন''- সুরা জাসিয়া ১৪। সুরা তওবা ছাড়া আর মাত্র একটা সুরাকে মৌদুদি মুরতাদ হত্যার সমর্থনে টানার চেষ্টা করেছেন, সেটা হল নিসা আয়াত ৮০। একই কারণে সেটাও ধোপে টেকে না, নিবন্ধ লম্বা হয়ে যাবে বলে সেটার বিস্তারিত আলোচনা করছি না। তাছাড়া, মৌদুদির ব্যাখ্যাগুলো কোরাণের এত এত আয়াতের বিরুদ্ধে কেন গেল সেটা বলা উচিত ছিল।

কোরাণে বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে মৌদুদী আঁকড়ে ধরেছেন হাদিস। তাঁর প্রথম হাদিস -'নবীজী বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করে তাহাকে হত্যা কর'' নিয়ে মওলানাদের মধ্যেই মহা-বিতর্ক আছে কারণ তাহলে যারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহন করে তাদেরকেও খুন করতে হয়। নবীজীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনি ''সিরাত''-এ আমরা নবীজীর সময়ে তিনজন মুরতাদের মৃত্যুদন্ড না হবার দলিল পাই নামধাম তারিখ-ঘটনার বিবরণ সহ। তারা হল হারিথ, নবীজীর ওহি লেখক ইবনে সা'দ এবং উবায়দুল্লাহ - পৃষ্ঠা ৩৮৪, ৫২৭ ও ৫৫০। কিন্তু মৌদুদির দেখানো আটটা হাদিসে নাম-ধাম সহ কোনই ঘটনার উল্লেখ নেই, শুধু ''নবিজী বলিয়াছেন মুরতাদকে খুন কর'' এই ধরণের বায়বীয় কথা আছে। একটিমাত্র উদাহরণ মৌদুদী পেয়েছেন নবিজীর প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর পরে লেখা ইমাম বায়হাকি থেকে, এক নারী-মুরতাদের মৃত্যুদন্ডের ঘটনা। তারও নামের ঠিক নেই, উম্মে রুমান বা উম্মে মারোয়ান বলা আছে। বায়হাকির এ হাদিস নির্ভরযোগ্য নয় কারণ ইমাম আবু হানিফা নারী-মুরতাদের শাস্তি রেখেছেন বন্দীত্ব, হত্যা নয়। মৌদুদির এসব তথ্য কোরাণের এতগুলো আয়াতের বিরুদ্ধে কেন গেল তা নিয়েও তিনি কিছুই বলেন নি। বলা উচিত ছিল। কোরাণ-হাদিসে বিরোধ হলে কোরাণই জিতবে, এটা তাঁর মতো মওলানাদেরই দাবী সেটাও তিনি তিনি নিজেই মানেন নি।

এবারে মৌদুদী নির্ভর করেছেন হজরত আবু বকরের ওপরে। তিনি বলেছেন, দুরের কিছু গোত্র

মুরতাদ হয়েছিল এবং হজরত আবু বকর সৈন্য পাঠিয়ে তাদের পরাজিত করেছেন। কথাটা এত সহজ নয়, এর মধ্যে কথা আছে। মৌদুদি হজরত আবু বকরের চিঠি উল্লেখ করে তাঁকে এক হালাকু খান বানিয়ে ছেড়েছেন। হজরত আবু বকর নাকি তাঁর সিপাহসালারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, -"ইসলাম কবুল না করলে কাউকে জীবন্ত ছাড়বে না, আগুন জ্বালিয়ে তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেবে এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখবে"। তাহলে হজরত আবু বকর কি কোরাণ লংঘন করলেন? কোথায় গেল বাকারা ২৫৬ঃ- "ধর্মে জোর-জবরদস্তি নাই"? এভাবেই মৌদুদী হজরত আবু বকরের চরিত্রহনন করেছেন। এরকম চরম হিংস্রতার দলিল বানানো আছে হজরত ওমরের নামেও, বিখ্যাত "ওমর'স প্যাক্ট" তার নাম। নবিজীর ওফাত-এর পর স্বভাবতঃই কিছু বিশৃংখলা হয়েছিল। কেউ কেউ হজরত আবু বকরের সামাজিক নেতৃত্ব মানতে চাইল না। যারা নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছাসত্বেও মুসলমান হয়েছিল তারা তাদের ধর্মে ফিরে গেল। কেউ কেউ নবীত্ব দাবী করে বসল, তাদের কিছু "সাহাবি"ও গজাল। তবে প্রধান কারণ হল, কিছু গোত্র মনে করত নবীজীর গাদির-এ খুম মাঠের বক্তৃতা ও অন্যান্য বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত আলীর প্রথম খলীফা হবার কথা। তাই তারা প্রথমে হজরত আবু বকরের সরকারকে অবৈধ সরকার হিসেবে জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, ইসলাম ত্যাগ করে নি।

এবারে মৌদুদি সমর্থন নিয়েছেন অতিতের ইমামদের থেকে। হ্যাঁ, প্রতিটি শারিয়া-ইমামই মুরতাদ-হত্যার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু আমরা সেটা প্রত্যাখ্যান করি কোরাণের ভিত্তিতে। আসল কথাটা হল, পরকীয়ার প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ডের মত মুরতাদ-হত্যার আইনও এসেছে ইহুদী কেতাব ডিউটেরনমি- আয়াত (ভার্স) ১৩-এর ৬ -১০ এবং ২১-২৯ থেকে। উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ- "(যদি কেহ) বলে 'চল আমরা অন্য স্রষ্টাকে সেবা করি'..........তবে তোমরা নিশ্চয় তাহাকে হত্যা করিবে ....তাহাকে প্রস্তরের আঘাতে হত্যা করিবে........" ইত্যাদি।

এ আইনের ঈহুদী-সুত্র ও কোরাণ-বিরোধীতা জেনেও মৌদুদি কেন একে সমর্থন করলেন তার সুগভীর কারণ আছে। তাঁর আতংক আসলে অন্য জায়গায়। জনগণ যদি একবার জেনে ফেলে শারিয়ায় কোরাণ-বিরোধী আইন আছে তাহলে তারা শারিয়াকে সন্দেহ করা শুরু করবে। ধীরে ধীরে তারা শারিয়ার বাকী অনেক আইনেরও কোরান-বিরোধী চরিত্র জেনে ফেলবে, শারিয়া "আল্লার আইন" একথার পায়ের নীচে মাটি থাকবে না। তখন শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই তিনি প্রাণপণ এ আইনকে সমর্থন করেছেন। ওই বইতে তিনি বলেছেন (সংক্ষিপ্ত) -"মুরতাদের মৃত্যুদন্ডের ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা কোনকালেই ছিলনা। যে ব্যাপারে ক্রমাগত ও অবিচ্ছিন্ন সাক্ষ্যের সমর্থন রহিয়াছে উহার প্রতি যদি সন্দেহ জন্মায় তাহা হইলে সে সন্দেহ একটি বা দুইটি সমস্যায় সীমাবদ্ধ থাকিবে না ....ইহা এমন পর্যায়ে চলিয়া যাইবে যে, মুহম্মদের জীবনে উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হইবে"।

কথাটা সত্যি নয়। মুরতাদ-হত্যার বিরুদ্ধে চিরকালই বহু বহু সুফি-দরবেশ ও ইসলামি বিশেষজ্ঞ প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। আমাদের ইসলাম-প্রচারকেরাও কোনদিন কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করেন নি। এদিকে নবীজির জীবনের উদ্দেশ্যকে মৌদুদী নিজেই "প্রশ্নের সম্মুখীন" করেছেন। কোরাণে পরিষ্কার বলা আছে অনেক আয়াতে, যেমন সুরা গাসিয়া আয়াত ২১ ও ২২ঃ- "আপনি তো কেবল

একজন উপদেশ দাতা, আপনি তাহাদের শাসক নহেন''। কোরাণ যে শুধু উপদেশের কেতাব, কোন আইনের বই নয় তা-ও বলা আছে সুরা হিজর আয়াত ৯-এ ঃ- ''আমি স্বয়ং এই উপদেশগ্রন্থ নাজিল করেছি''। মৌদুদী এই কোরাণকেই আইনের বই হিসেবে এবং ওই নবীজীকেই মানুষের শাসক হিসেবে প্রমাণ করে কোরাণ-রসুল বিরোধী এক ভয়াবহ ''ইসলাম'' তৈরী করেছেন। ইহুদী-কেতাব থেকে নেয়া আইনকে তিনি ''আল্লার আইন'' হিসেবে চালাতে চান।

বিশ্ব-জামাতিরা ভালভাবেই জানেন যে মুরতাদ-হত্যা কোরাণ বিরোধী। ইউরোপিয়ান ফতোয়া ও গবেষণা কাউন্সিলের সদস্য বিশ্ব-বিখ্যাত শারিয়া সমর্থক ডঃ জামাল বাদাওয়ী পর্য্যন্ত এটা স্বীকার করে বলেছেন, - ''কোরাণের কোন আয়াতেই মুরতাদের দুনিয়ায় শাস্তির বিধান নাই। কোরাণ বলে, এই শাস্তি শুধুমাত্র পরকালেই হইবে'' - (ফতোয়া কাউন্সিলের ওয়েবসাইট)। এমনকি আমাদের বাংলাদেশ জামাতে ইসলামি'র তাত্ত্বিক গুরু জনাব শাহ আবদুল হান্নান-ও বলেছেন, -''অতিতের অনেক ইসলামি বিশেষজ্ঞের মতো সৈয়িদ মৌদুদী প্রাচীন মতে (অর্থাৎ মুরতাদের মৃত্যুদন্ডে - লেখক) বিশ্বাস করিতেন। বর্তমানের বেশীর ভাগ ইসলামি বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বা প্রাচীন বিশেষজ্ঞের সহিত একমত নহেন। যখন কোন বিষয়ে মতভেদ হয় বা একাধিক মতামত হয় তখন কোন একজন বিশেষজ্ঞের ইজতিহাদকে মানিতে কেহ বাধ্য নহে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বিষয়ে সৈয়িদ মৌদুদীর সহিত একমত নহি'' - (ইন্টারনেট বাংলার ইসলাম আলোচনা ফোরাম -৭ এপ্রিল ২০০৬) । অর্থাৎ বর্তমানের বেশীর ভাগ বিশেষজ্ঞের মত ডঃ বাদাওয়ি এবং জনাব হান্নানের মতো শারিয়া-সমর্থকেরাও মুরতাদের মৃত্যুদন্ডের বিরোধী। কিন্তু এর পরেও জনাব হান্নান তাঁর ''বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন'' কেতাবে মুরতাদ-হত্যার আইন রেখে দিয়েছেন। যদি তিনি সত্যিই চান জনগণ এ হিংস্রতা উপলব্ধি করে এ থেকে বেরিয়ে আসুক তাহলে তাঁকে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার ভাষায় জানাতে হবে ও মুরতাদ-হত্যার অনৈসলামিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। জাতির অনেকের ওপরে তাঁর যে প্রভাব আছে তার জবাবদিহিতা তাঁরই দায়িত্ব।

এরপর যে কাজটা বাকী থাকল তা হচ্ছে কোরাণে ফিরে আসা। কোরাণ মুরতাদ ফতোয়া দেয়া বা মুরতাদ-হত্যার অধিকার কাউকে দেয় নি, এটা পরিষ্কার সন্ত্রাস। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বাংলায় এ সন্ত্রাস কোনকালেই ছিলনা, দুরের দেশ থেকে সম্প্রতি আনা হয়েছে। ইসলামের নামে এ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে একে উচ্ছেদ করতে হবে।

শিক্ষা। সার্টিফিকেটের শিক্ষা নয়, মানবতা ও উপলব্ধির শিক্ষা।

এর বিকল্প নেই।

****